জিইপি/রেজিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, ঢাকা

বিচার আদেশ নম্বর : ৩১০৭ /কাস/২০২৩ তারিখ : ১৪/১১/২০২৩ খ্রি.

আদেশ দাতার নাম ও পদবী : একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

মূল আদেশ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-

০১। এ আদেশের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হ'ল।

০২। Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 196A এর বিধান মোতাবেক এই আদেশ প্রেরণের তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, রাজস্ব ভবন (১১ তলা), প্লট নং-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর নিকট আপিল করা যেতে পারে।

০৩। ১৯৭০ সালের কোর্ট ফি আইনের ১ নং সিডিউলের ৬ নং দফা অনুসারে দরখাস্তকারীর নামে ইস্যুকৃত ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের মূল প্রতিলিপি অথবা একটি অনুলিপির উপর ২০/-(বিশ) টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করে আপিল আবেদনের সহিত দাখিল করতে হবে।

০৪। যে সকল কাগজপত্র বা দলিলপত্রের উপর আপিলকারী নির্ভর করেন এবং যা আপিলকারীর দখলে রয়েছে, সে সকল কাগজ বা দলিলপত্র (যদি থাকে) আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৫। আপিলকারী নিজে অথবা কোন কৌসুলী অথবা অনুমোদিত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আপিলাত কর্তৃপক্ষের নিকট শুনানি প্রদান করতে চাইলে তাও আপিল আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

০৬। (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : অজ্ঞাত নামা।

(খ) আটকের তারিখ ও সময়: ০২.০৫.২০১৭ খ্রিঃ, দুপুর ১২.৩০ টায়।

(গ) আটকের স্থান : ১৯/সি, মহাখালী ডি ও এইচ এস, ঢাকা।

(ঘ) আটক মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষ: জনাব শাহরিয়ার মাহমুদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্মকর্তা, ঢাকা।

(ঙ) আটককৃত পণ্যের নাম, বর্ণনা, পরিমাণ ও সংখ্যা : ১ টি গাড়ী ব্র্যান্ড Marcedez- Benz ML270 CDI গাড়ির রং- কালো, রেজিষ্টেশন নম্বর-ঢাকা মেট্রো- ঘ- ১৪-৪৭২৭, চেসিস নং- WDC1631132A416070, ইঞ্জিন নম্বর- 61296330224806, ম্যানুফ্যাকচারিং বছর- ২০০২, সিট সংখ্যা (চালকসহ)-০৫, বডির ধরণ- 163=5 DOOR SUV, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ২৬৮৬ সিসি, কান্ট্রি অব অরিজিন- জার্মানী।

(চ) আটককৃত পণ্যের মূল্য: শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ৩২,৩০,২৭৪.৯৮/- টাকা (কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর তথ্য মোতাবেক এবং শুল্ককরাদি ১,৪৩,৬২,৭৭১.৬৬/- টাকা)।

(ছ) শুনানির তারিখ : ২৮.০৮.২০১৭, ২৯.১১.২০১৭, ২৮.০৮.২০১৮, ২২.১০.২০১৮,২৫.১১.২০১৮, ২০.১২.২০১৮ ও ১৬.০৫.২০১৯ খ্রিঃ।

(জ) লিখিত বক্তব্য গ্রহন : ০৮/০১/২০১৯খ্রি. (অভিযুক্তের পক্ষে তার মনোনীত আইনজীবী)।

'মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ'

০৭। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের আটক মামলা নং- ৯২/২০১৭, তারিখ- ০৮.০৫.২০১৭ খ্রিঃ পর্যালোচনায় জানা যায় যে, শুল্ক পরিশোধ না করে কারনেট ডি প্যাসেজ সুবিধার আওতায় গাড়ী এনে এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে এমন একটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মহাখালী ডিওএইচএস, ১৯/সি রোডে রয়েছে যা আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পর গাড়িটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। উক্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকাল থেকেই শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকার দল অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মালিকবিহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় গাড়িটি সনাক্ত করে। গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ঘ- ১৪-৪৭২৭। বিআরটি এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় এই নম্বরটি ভূয়া। এই নম্বরটি বিআরটিএ থেকে ইস্যুকৃত নয় মর্মে জানা যায়। আটককৃত SUV গাড়ির চেসিস নম্বর এর সূত্র ধরে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায় যে, গাড়িটি জার্মানীর মার্সিডিজ ব্রান্ডের ML270 CDI গাড়ির রং- কালো, রেজিষ্টেশন নম্বর- ঢাকা মেট্রো- ঘ- ১৪-৪৭২৭, চেসিস নং- WDC1631132A416070, ইঞ্জিন নম্বর- 61296330224806, ম্যানুফ্যাকচারিং বছর- ২০০২, সিট সংখ্যা (চালকসহ)-০৫, বডির ধরণ- w 163=5 DOOR SUV, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ২৬৮৬ সিসি, কান্ট্রি অব অরিজিন- জার্মানী। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায় এই গাড়ি চট্রগ্রাম বন্দর দিয়ে কারনেট ডি প্যালেস সুবিধার মাধ্যমে আনা হয়েছে। কারনেট নম্বর DDX-641797. কারনেটের তথ্য অনুযায়ী গাড়ির প্রকৃত আমদানিকারক মি. তৈয়বুর রহমান। তিনি বাংলাদেশী বংশদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। তার ব্রিটিশ পাসপোর্ট নম্বর হলো-৩০১১৫৫৪৭৭, তারিখ- ১১.০২.২০০২। শর্ত অনুযায়ী গাড়িটি নির্ধারিত সময়ে ফেরত যায়নি। শুল্ক করাদিসহ এই গাড়ির আনুমানিক মূল্য ৭০,৪৪,৯০০/- টাকা। মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় খোজ নিয়ে জানা যায় গাড়িটি এরিক মোর্শেদ ব্যবহার করতেন। শুল্ক গোয়েন্দার চলমান অভিযানের কারণে গাড়িটি নিজ বাড়ির সম্মুখে ফেলে রেখেছেন। আটকের সময় গাড়ির চাবি বাড়ির দারোয়ান এর নিকট পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেছেন এই গাড়ির প্রকৃত মালিক সিলেটের দিঘিরপাড়ের মোশাহেদ চৌধুরী, তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডে অবস্থান করছেন। এরিক মোরশেদ গাড়ির কাস্টোডিয়ান মাত্র। এ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে তারা পরস্পর স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই জাল জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা সংঘটিত করেছেন। সুতরাং বর্ণিতাবস্থায়, বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে , আটককৃত গাড়িটি শুল্কমুক্ত সুবিধায় কারনেট ডি প্যাসেজের আওতায় আমদানিকৃত গাড়িটি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অবৈধভাবে ব্যবহার করায় বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং উক্ত গাড়ির বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি আদায়যোগ্য।

০৮। অসত্য ঘোষণায় গাড়ীটি আমদানি করে শুল্ক-করাদি ফাঁকি দিয়ে খালাস নেয়ায় The Customs Act,1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 16, 21(a), 32(1)(a)(b) ও 178 এবং সেইসাথে পঠিতব্য The Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (1) ও The Foreign Exchange Regulations Act,1947 (Act No.VII of 1947) এর Section 8 এর Sub-section (1) বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে; যা The Customs Act,1969 এর section 156 এর Sub-section (1) এর Table এর clause 9(i), 11, 14, 77 ও 90 এবং The Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section

3 এর Sub-section (3) ও The Foreign Exchange Regulations Act,1947 (Act No.VII of 1947) এর section 8 এর Sub-section (3) মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ।

৯। অসত্য ঘোষণায় গাড়ীটি আমদানি করে শুল্ক করাদি ফাঁকি দিয়ে খালাস নেয়ায় The Customs Act,1969 (IV of 1969) এর Section 16, 19,20 ও 32(1)(a)(b) ও 178 এবং সেইসাথে পঠিতব্য The Imports and Exports(Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (1) ও The Foreign Exchange (Regulations) Act,1947 (VII of 1947) এর section 8 এর Sub-section (1) বিধান লংঘিত হয়েছে, যা The Customs Act,1969 এর section 156 এর Sub-section (1) এর Table এর clause 9(i) 10A, 14, 77 ও 90 এবং The Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (3) ও The Foreign Exchange (Regulations) Act,1947 (VII of 1947) এর section 8 এর Sub-section (3) মোতাবেক গাড়িটি বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং দন্ডনীয় অপরাধ।

১০। বর্ণিত অপরাধ The Customs Act,1969 (IV of 1969) এর Section 32(1)(a)(b) মোতাবেক অসত্য ঘোষণা প্রদান এবং সেইসাথে পঠিতব্য The Imports and Exports(Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (1) ও The Foreign Exchange (Regulations) Act,1947 (VII of 1947) এর section 8 এর Sub-section (1) বিধান লংঘিত হয়েছে, যা The Customs Act,1969 এর section 156 এর Sub-section (1) এর Table এর clause 9(i),10A,14, 77 ও 90 এবং The Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (3) ও The Foreign Exchange (Regulations) Act,1947 (VII of 1947) এর section 8 এর Sub-section (3) মোতাবেক দন্ড আরোপযোগ্য বিধায় আটককৃত পণ্যটি বাজেয়াপ্ত করণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কাস্টম হাউস, ঢাকার মাধ্যমে ২২.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সংশ্লিষ্টদের কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে জনাব এরিক মোর্শেদ উল্লেখ করেন যে,

"I am shocked and surprised by the receipt of a notice relating to a car which has in no way related to me. I belive my name has been entangled in this incident without any reason. I would like to inform you that I am a patient suffering from blood cancer and such harasment in entanglement of false case can and will have severe detrimental effect to my health which may even lead to my death. In the event of any such grave consequence, my family will have the right to bring legal charges against the customs department".

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,

''I object to the stipulations of my name as the user of the car since I was never the user of the car and have no knowledge of any matters relating to the car mentioned in the notice Due to my health condition, I usually reside outside of Bangladesh receiving medical treatment in Thailand and Germany, Therefor, I strongly object to the stipulation of my name as the user of the car".

গাড়ি চাবি খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে তিনি জানান যে, ''Pursuant to your notice, I have inquired about the matter with my guard who has informed me that he had found the keys to car when sweeping the floor outside the gate of the house and kept it in case any persons came to look for the keys. He was unable to be inform me about the matter as at that time I was outside the country receiving medical treatment in Germany''.

তিনি চুড়ান্তভাবে তার নাম এ তদন্তের প্রক্রিয়ার হতে প্রত্যাহার করার বিনীত আবেদন করেছেন।

'পর্যালোচনা'

১১। মামলার মূল নথি, আটক প্রতিবেদন, কারণ দর্শাও নোটিশ, নথিতে রক্ষিত অন্যান দলিলাদি ও শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক শুনানীকালে প্রদত্ত সকল পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গাড়ির বর্তমান ব্যবহারকারী জনাব এরিক মোর্শেদ ; তাঁর বাড়ীর সামনেই গাড়িটি পাওয়া যায় এবং তাঁর বাড়ীর দারোয়ানের নিকট গাড়ির চাবি পাওয়া যায়। শাস্তি এড়ানোর জন্য তিনি গাড়ির ব্যবহার ও মালিকানা বা তাঁর হেফাজতে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর বাড়ীর সামনে রাস্তায় গাড়িটি ফেলে রেখেছেন। তিনি জানান যে, গাড়িটির প্রকৃত মালিক জনাব মো: মোশাহেদ চৌধুরী দিঘীরপাড়, সিলেট। গাড়িটি কারনেট ডি প্যাসেজেজ এর সুবিধার আওতায় জনাব তৈয়বুর রহমান কর্তৃক কারনেট নম্বর –DDX-641719 এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস দিয়ে আমদানিকৃত। তিনি গাড়িটি আমদানির পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর গাড়ির শুল্ক করাদি পরিশোধ করেননি বা গাড়িটি বিদেশে নিয়ে যাননি। এমনকি গাড়িটি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদানও করেননি। গাড়ির নম্বর প্লেট পরিবর্তন করে বিটিআরসি থেকে রেজিস্ট্রেশন গ্রহন না করে বিদেশী ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করে গাড়িটি অন্যকে অবৈধভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ জনাব এরিক মোর্শেদ কে ব্যবহার করতে দিয়ে দন্ডনীয় অপরাধ করেছেন। অবৈধভাবে গাড়িটি ব্যবহারের শাস্তি এড়ানোর জন্য গাড়ির মালিকানা কেহ দাবী না করায় গাড়িটি দাবীদারহীন হিসেবে বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে দন্ডনীয় ব্যবস্থা গ্রহণীয়।

'আদেশ'

১২। আলোচ্য ক্ষেত্রে, The Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 16, 21(a), 21(b) ও 32(ii)(a)(b) এবং তৎসহ পঠিতব্য The Foreign Exchange Regulations Act, 1947 (Act No.VII of 1947) এর Section 8 এর Sub-section (1), The Imports and Exports (Control) Act,

1950 এর Section 3 এর Sub-section (1) লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় The Customs Act, 1969 এর Section 156(1) এর Table টেবিল ভুক্ত clause 9(i), 11, 14, 77 ও 90 এবং তৎসহ পঠিতব্য The Foreign Exchange (Regulations) Act,1947 (Act No.VII of 1947) এর Section 8 এর Sub-section (3) ও The Imports and Exports(Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section (3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আটককৃত আটককৃত ১ টি গাড়ী ব্র্যান্ড Marcedez- Benz ML270 CDI গাড়ির রং- কালো, রেজিস্ট্রেশন নম্বর-ঢাকা মেট্রো- ঘ- ১৪-৪৭২৭, চেসিস নং- WDC1631132A416070, ইঞ্জিন নম্বর- 61296330224806, ম্যানুফ্যাকচারিং বছর- ২০০২, সিট সংখ্যা (চালকসহ)-০৫, বডির ধরণ- 163=5 DOOR SUV, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ২৬৮৬ সিসি, কান্ট্রি অব অরিজিন- জার্মানী দাবিদারহীন (Unclaimed) হিসেবে সরাসরি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির আদেশ দেয়া হলো।

একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
ফোন: ০২-৮৯০১৫৭৭
ই-মেইল: dch@nbr.gov.bd

নথি নং : ৫-কাস-৮(২৬২)বিচার/কমিঃ/২০১৬/

তারিখ: /১১/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

০১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, রাজস্ব ভবন (১১ তলা), প্লট নং-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০২। মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আইডিইবি ভবন (১০ম তলা), ১৬০/এ, কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।
০৩-০৪। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
০৫-০৭। যুগ্ম কমিশনার-১/২/৩, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
০৮। ডেপুটি/সহকারী কমিশনার (নিলাম ও ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনা), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টম হাউস, ঢাকা [বিচারাদেশের কপিটি এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য]।
১০। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, S G S Trading (BIN No. 17021038422) ঠিকানা: প্লট নং-৬৩৫, রোড নং-২২, ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা।
১১। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, A1অটোমোবাইলস, ক-৯৩/4 সি, কুড়িল বিশ্বরোড, কুড়াতলি, খিলক্ষেত, ঢাকা।
১২। নোটিশ বোর্ড, কাস্টম হাউস, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

০১। সদস্য (কাস্টমসঃ নীতি ও আইসিটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, প্লট নং-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০২। দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ গোয়েন্দা ও নিলাম), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, প্লট নং-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সমরজিৎ দাস
ডেপুটি কমিশনার (বিচার)